**কৃষি বিষয়ক প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট ও আ্যাপস্**

বাংলাদেশ কৃষি ও তথ্য প্রযুক্তিতে অনেকদুর এগিয়েছে। আবার কৃষির অনেক খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে। আবার এ্যাড্রয়েড মোবাইল ও ট্যাবে ব্যবহারের জন্যে অনেক সুন্দর সুন্দর আ্যাপস রয়েছে যার মাধ্যমে কৃষির অনেক খবরোখর স্মার্ট ফোন বা ট্যাবে পাওয়া যাবে। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু ওয়েবসাইট ও এ্যাপসের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব।

(১)আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একমাত্র এবং বৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর(Department of Agricultural Extension: DAE)। দেশের সবগুলো জেলা ও উপজেলায় এই প্রতিষ্ঠানটির অফিস রয়েছে এবং প্রতিটি ইউনিয়নে কর্মরত একাধিক উপ সহকারি কৃষি অফিসারদের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটির ভিশন: খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে পরিবর্তনশীল জলবায়ুতে পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ ও টেকসই উৎপাদনক্ষম উত্তম কৃষি কার্যক্রম প্রবর্তন যাতে প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষাসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

প্রতিষ্ঠানটির মিশন:দক্ষ, ফলপ্রসূ, বিকেন্দ্রীকৃত, এলাকানির্ভর, চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর কৃষকদের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, যাতে টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:

[www.dae.gov.bd](http://www.dae.gov.bd)

(২)বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী: বাংলাদেশে সরকারী, বেসরকারী এবং এনজিও পর্যায়ে উৎপাদিত, আমদানীকৃত ও বাজারজাতকৃত সকল প্রকার বীজের প্রত্যয়ন, মান নিশ্চিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী। এর সদর দপ্তর গাজীপুরে অবস্থিত। বীজের মান নিয়ন্ত্রণ করে চাষী পর্যায়ে ফসলের উন্নত জাতের প্রত্যায়িত বা ভাল বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও উচ্চমানের বীজ ব্যবহার দ্বারা ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা ও নিরাপত্তা অর্জন এবং কৃষকের আয় তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এই প্রতিষ্ঠানটিকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন একটা স্বাধীন প্রতিষ।ঠান বলা যেতে পারে।এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:[www.sca.gov.bd](http://www.sca.gov.bd)

(৩) কৃষি উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে বীজ সার এবং সেচ, যেগুলো সরবারহের অন্যতম দায়িত্ব পালনকারী একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বা বিএডিসি। বিএডিসি ভিশন হলো:“মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ যোগান ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা”।মিশন হচ্ছে:“উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা, সেচ প্রযুক্তি উন্নয়ন, ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা ও সেচকৃত এলাকা বৃদ্ধি এবং কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন সার সারবরাহ করা”। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: [www.badc.gov.bd](http://www.badc.gov.bd)

(৪) সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অত্যাধুনিক কৃষি গবেষণার অন্যতম দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটউট।এই প্রতিষ্ঠানের ভিশন হলো:“বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটউটের আওতাধীন ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধকরণ”। আর মিশন: (ক) ফসলের উচ্চ ফলনশীল, পুষ্টিমান সম্পন্ন ও প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন (খ) ফসলভিত্তিক উন্নত, আধুনিক ও টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও লাগসই ফসল বিন্যাস নির্ধারণ (গ) পরিবেশ বান্ধব শস্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন (ঘ) মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (ঙ) লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করা (চ) শস্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন (ছ) উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি সমূহ হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (জ) ফসলের বাজার ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা করা।এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: [www.bari.gov.bd](http://www.bari.gov.bd)

(৫) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটউট ধান ফসলের উপরে বিশদভাবে গবেষণা করে থাকে এবং বাংলাদেশ আজকে যে ধানে স্বয়ংসম্পূর্ণ সেটার একমাত্র অবদান এই প্রতিষ্ঠানটির।উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উৎপাদনই এই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য।এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: [www.brri.gov.bd](http://www.brri.gov.bd)

(৬) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটউট: পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসলের কৃষি, কারিগরী ও অর্থনৈতিক গবেষণা, ব্যবস্থাপনা এবং আঁশজাত ফসল উৎপাদন এবং গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ। উন্নতমানের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাসহ পাটবীজ উৎপাদন, পরিচালন, পরীক্ষণ, সরবরাহ এবং সীমিত আকারে উন্নত মানের পাটবীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও নির্বাচিত চাষী, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এজেন্সীর নিকট বিতরণ। পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসল, পাটজাত পণ্য ও আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র, পাইলট প্রজেক্ট এবং খামার স্থাপন। পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসল চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে পাটের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং পাট চাষীদের প্রশিক্ষণ এবং পাট সংক্রান্ত কারিগরী গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্পর্কে পাট শিল্পে সংশ্লিষ্ট জনশক্তির প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: [www.bjri.gov.bd](http://www.bjri.gov.bd)

(৭ ) বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট: বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এদেশের একটি অগ্রজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানে গবেষণা হয় ইক্ষুর উপর এবং চিনি, গুড় ও চিবিয়ে খাওয়াসহ ইক্ষুর বহুমুখী ব্যবহারের উপর। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল ইক্ষু।এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: [www.bsri.gov.bd](http://www.bsri.gov.bd)

(৮)বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট: চায়ের রাজ্যখ্যাত সবুজ শ্যামলে ঘেরা শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) এর প্রধান কার্যালয়। ১৯৫৭ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুরু থেকেই বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউটটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ চা বোর্ডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।  বৈজ্ঞানিক গবেষনার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীলতা ও গুনগত মান বৃদ্ধি, চা শিল্পের উন্নয়ন ও উৎকর্ষে বিজ্ঞান ভিত্তিক পরামর্শ ও সহায়তা দান এবং গবেণালব্ধ প্রযুক্তি চা শিল্পে বিস্তার করাই এ প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। বর্তমানে ৮ টি গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চা শিল্পে বিস্তার ও বাস্তবায়নে চা শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নয়নে প্রবহমান অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:[www.btri.gov.bd](http://www.btri.gov.bd)

(৯)বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই): দেশের বন গবেষণা বিষয়ক একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ‘‘ফরেস্ট রিসার্চ  ল্যাবরেটরি’’ নামে ১৯৫৫ সালে চট্টগ্রামে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বন ব্যবস্থাপনা সংক্রামত্ম গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে ১৯৬৮ সালে উক্ত ল্যাবরেট্ররিটিকে বন বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:[www.bfri.gov.bd](http://www.bfri.gov.bd)

(১০) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল(বিএআরসি):কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হইবে জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইনস্টিটিউট এবং সহযোগী সংগঠণসমূহের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক গবেষণা, পরিকল্পনা পরিচালনা, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ (Monitoring) এবং মূল্যায়ন করা।এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: [www.barc.gov.bd](http://www.barc.gov.bd)

(১১) বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটউট(এসআরডআই):**ভিশনঃ** ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মৃত্তিকা পরিবেশ সুরক্ষা।**মিশন:**(১)   মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পদের ইনভেন্টরি তৈরী।(২) ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সক্ষমতাভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস।(৩)  ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণকারীর উপযোগী নির্দেশিকা, পুস্তিকা এবং সহায়িকা প্রণয়ন। (৪)  সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা। (৫) শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা ।এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:[www.srdi.gov.bd](http://www.srdi.gov.bd)

(১২) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর: বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান যেটি প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে থাকে। ভিশন: সকলেল জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত পা্রণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন। মিশন: প্রাণি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান প্রাণিজ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে পা্রণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।।এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: [www.dls.gov.bd](http://www.dls.gov.bd)

(১৩) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটউট(বিলআরআই): গরু ছাগল হাঁস মুরগী সহ বিভিন্ন প্রাণির উপরে গবেষণা করে উন্নত জাত উদ্ভাবন করার জন্যে ঢাকার সাভারে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে।এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: [www.blri.gov.bd](http://www.blri.gov.bd)

(১৪) মৎস্য অধিদপ্তর: এই প্রতিষ্ঠান মৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ভাবিত আধুনিক মৎস্য সম্পদের সম্প্রসারণের জন্যে একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান: এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: [www.fisheries.gov.bd](http://www.fisheries.gov.bd)

**(১৫)**বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: **সকল জীবিত জলজ সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং সমন্বয় সাধন;গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা পূর্বক স্বল্প ব্যয়ে পরিবেশ বান্ধব উন্নত মৎস্যচাষ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন;প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে বহুবিধ মৎস্যজাত দ্রব্যাদির উন্নয়ন এবং জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে গবেষণা পরিচালনা;সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা;চিংড়িসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ জলজ সম্পদের উন্নয়নের লক্ষে প্রযুক্তি উদ্ভাবন;প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরী এবং প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহের সম্প্রসারণ;দেশের মৎস্যসম্পদ বিষয়ক গবেষণার পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনাএবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সার্বিক বিষয়ে  সরকারকে পরামর্শ প্রদান।**এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:[www.fri.gov.b](http://www.fri.gov.b)d

(১৬) কৃষি তথ্য সার্ভিস:কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৬১ সনে কৃষি তথ্য সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর ১৯৮০ সনে কৃষি তথ্য সংস্থাকে কৃষি তথ্য সার্ভিস নামকরণ করা হয়। সংস্থাটি জন্মলগ্ন থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকায় অবস্থিত। মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ,  কৃমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, পাবনা ও বরিশালসহ মোট এগারোটি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ঠাকুরগাঁও ও কক্সবাজারে দুটি লিয়াজোঁ অফিস রয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত আধুনিক লাগসই কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি সহজ সরল ও সাবলীলভাবে অভীষ্ট দলের কাছে বোধগম্য আকারে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান লক্ষ্য। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:[www.ais.gov.bd](http://www.ais.gov.bd)

(১৭)´কৃষিবাংলা ডট কম´ : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় এ ওয়েব সাইটটি তৈরী করা হয়েছে। দেশের কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে কৃষিতথ্য সহজলভ্যকরণের লক্ষ্যে ইনিশিয়েটিভ ফর টোট্যাল রিফর্ম (আইটিআর) গত ২০০৮ সালে বেসরকারী খাতে বাংলা ভাষায় এ বৃহত্তম কৃষি বিষয়ক ওয়েব সাইটটি চালু করে। গ্রিন সেভার্স দেশে পরিবেশ ও নগর কৃষি উন্নয়নে জনহিতকর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নতুন বছরের শুরুতে ‘কৃষিবাংলা ডট কম’ বৃহত্তর কলেবরে কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ক তথ্য, প্রযুক্তি ও সেবা প্রদানকারী একটি টেকসই ওয়েব সাইট হিসেবে আত্নপ্রকাশ করেছে। ইনিশিয়েটিভ ফর টোট্যাল রিফর্ম (আইটিআর) ও গ্রিন সেভার্স যৌথভাবে ‘কৃষিবাংলা ডট কম’ পরিচালনা করছে। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:[www.krishibangla.com](http://www.krishibangla.com)

(১৮)[www.infokosh.gov.bd](http://www.infokosh.gov.bd) : এটি একটা সরকারি ওয়েবসাইট । এখান থেকে কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্য শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে নানাবধি তথ্যমালা বাংলাতে পাওয়া যাবে।

(১৯):[www.agrobangla.com](http://www.agrobangla.com) : কৃষি নয়, আধুনিক কৃষি এই ব্রত নিয়ে আমাদের যাত্রা। আর কৃষি বিপ্লের জন্য চাই পর্যাপ্ত তথ্য, আমরা মনে করি শুধু মাত্র সঠিক, শুদ্ধ এবং গবেষনালব্ধ তথ্যই পারে এ দেশে আমাদের স্বপ্নের প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক কৃষিকে বেগবান করতে। আমাদের কৃষক সমাজ আজও পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কৃষি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যাবহার এখনো চোখে পড়ার মত তেমন কোন অগ্রগতি লাভ করেনি। তবে কৃষিতে গবেষনা যে চলছে না তা কিন্তু নয়, গবেষনা হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং আমাদের দেশের অনেক যোগ্য ও প্রতিথযশা গবেষকরা গবেষনা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ভাল ফল ও পাচ্ছেন কিন্তু যা হচ্ছে না, তা হল প্রচার। কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষনার ফলাফল জার্নাল বা পাবলিকেশানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। আমরা চাচ্ছি আমাদের গবেষকদের এই অর্জনগুলো তৃনমুল পার্যায়ে পৌছে দিতে। কৃষি কাজে আধুনিক ধ্যান-ধারনা, কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যাবহার এবং জমিতে বীজ, সারসহ অন্যান্য উপদানের সর্বোচ্চ ব্যাবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্নিবেশন করার চেষ্টা করা হয়েছে আমাদের এই ওয়েব সাইটে। দেশের মানুষের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নের জন্য তাদেরকে জমিভিত্তিক চাষবাসের পাশাপাশি মৎস্য চাষ, গবাদি পশু ও পাখি পালনেও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিষয় ভিত্তিক তথ্যের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। শুধু উৎপাদন নয়, উৎপাদিত পন্য যেন ভাল বাজারদর পায় সে জন্য আমরা প্রচলিত বাজার ব্যবস্থা থেকে একটু ভিন্নরকম কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে প্রচলিত ভার্চুয়াল বাজার ব্যবস্থার উদ্যেগ গ্রহন করেছি। আমাদের বিশ্বাস উক্ত বাজারে আপনাদের স্বতফূর্ত অংশগ্রহন আমাদের দেশের ই-কৃষিকে আরো একধাপ এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে এবং কৃষি পন্য বিপনন ভিত্তিক ই-কমার্সের ভীত রচনা হবে, যার মাধ্যমে পরবর্তীতে আমাদের উৎপাদিত পন্য দেশের বাইরে পাঠানো আরো সহজতর হবে।

(২০) [www.ekrishok.com](http://www.ekrishok.com) : **ই-কৃষক** কৃষি সম্প্রসারণ এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য BIID এর একটি উদ্যোগ হলো ই-কৃষক। ই-কৃষক এমন একটি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা যার মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃষি বিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি যেমন মোবাইল, ইন্টারনেট, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় তথ্য কেন্দ্র দ্বারা এই সেবা কৃষকের কাছে পৌছে দেয়া হয়। কৃষকরা সরাসরিও এই সেবা গ্রহন করতে পারে। কৃষি উপকরন বিক্রেতার দোকান হতেও এই সেবা পাওয়া যায়। যে সকল কৃষক এই কৃষি তথ্য ও পরামর্শ কৃষি কাজে প্রয়োগ করে, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহন করে কৃষি কাজে উপকৃত হচ্ছেন তাদেরকেই বলা হয় ই-কৃষক।

(২১)কৃষকের জানালা: কৃষকের জানালা বা ডিজিটাল সিস্টেম অফ প্লান্টস প্রবলেম আইডেনটিফিকেশন ( ডিপিপিআইএস ) কৃষকদের ফসলের নানা সমস্যার দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধান দেওয়ার একটি ডিজিটাল প্রয়াস। ফসলভিত্তিক নানা সমস্যার চিত্র যৌক্তিকভাবে সাজিয়ে এটি তৈরী করা হয়েছে । এখানে ছবি দেখে কৃষক নিজেই তার সমস্যাটি চিহ্নিত করতে পারেন এবং চিহ্নিত ছবিতে ক্লিক করলেই সমস্যার সমাধান মনিটরে ভেসে উঠবে। এখানে মাঠ ফসল, শাক-সব্জি, ফল-মূল ও অন্যান্য গাছের রোগ-বালাই, পোকা-মাকড়, সারের ঘাটতি বা অন্যান্য কারণে যেসব সমস্যা হয়; সেসব সমস্যা ও তার সমাধান যুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি সমস্যার একাধিক ছবি এবং কমপক্ষে একটি প্রতিনিধিত্বপূর্ণ ছবি যুক্ত করা হয়েছে; যাতে কৃষক সহজেই তার সমস্যাটি চিহ্নিত করতে পারে। এখানে ১২০ টি ফসলের ১০০০ টিরও বেশি সমস্যার সমাধান রয়েছে।  
  
উদ্ভাবন, পরিকল্পনা ও ডিজাইন  
কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল মালেক  
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর  
  
অ্যাপ নির্মানঃ কোডেক্স সফটওয়্যার সলিউশন লিঃ

গুগল প্লে স্টোর থেকে এই আ্যাপসটি ডাউনলোড করে নেয়া যাবে।

(২২) কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা: ফসলের চাষাবাদ করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়তে হয় চাষিদের। সমস্যার সমাধানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী অথবা কৃষি অফিসে ধরনা দিতে হয়। অনেক সময় হাতের নাগালে সেবা না পাওয়ায় বড় ধরনের ক্ষতির শিকারও হতে হয়।দেশের কৃষকরা এখন এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছেন। ফসল চাষাবাদে সব ধরনের সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন ‘কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানায়’ নামের সফটওয়্যার ও অ্যাপসে। অ্যাপসের একটি অফলাইন ভার্সনও করা হবে, যা মোবাইলে রাখতে পারবেন কৃষকরা। এতে ইন্টারনেট ছাড়াও ব্যবহার করতে পারবেন তারা। তবে আপডেট করার সুযোগ থাকবে।অ্যাপসটি তৈরির বিষয়ে তরুণ এই কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ শাহাদাত বলেন, বিভিন্ন দুর্গম এলাকা থেকে কৃষি সেবা নিতে আসতে হিমশিম খেতে হয় কৃষকদের। সঠিক তথ্যের অভাবে ফসল চাষে ভালো ফল পান না চাষিরা। এসব বিষয় মাথায় আসার পরই তিনি এ অ্যাপসটি তৈরির উদ্যোগ নেন। কৃষকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতেই তার এই উদ্যোগ।প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় এ সফটওয়্যার ও অ্যাপসটি তৈরি হয়েছে। গুগল প্লে স্টোর থেকে এই আ্যাপসটি ডাউনলোড করে নেয়া যাবে।

|  |
| --- |
|  |

(২৩)বালাইনাশক নির্দেশিকা:দেশের অধিকাংশ কৃষকের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো, ফসলে রোগ বা পোকা-মাকড়ের আক্রমণ হলে স্থানীয় কোনো বালাইনাশকের দোকান থেকে ওষুধ কিনে মাঠে স্প্রে করা। দোকান থেকে কেনা এসব বালাইনাশক ওষুধ প্রয়োগ করে অনেক সময় কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায় না।পরবর্তীতে কৃষকরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের ইউনিয়ন পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে অনেক সময় তারাও তাৎক্ষণিক কোনো সমাধান দিতে পারেন না।যথোপযুক্ত বালাইনাশক শনাক্ত করতে কৃষি কর্মকর্তাদেরকেও অনেক ক্ষেত্রে বই-পুস্তক দেখতে হয়, বালাইনাশক কোম্পানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। এতে সময় নষ্ট হয়, সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর কৃষকের আস্থা নষ্ট হয়।এ সমস্যার সমাধানে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন শ্রীমঙ্গল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সুকল্প দাস।কৃষিসেবা কৃষকসহ কৃষি সম্পর্কিত সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পেস্টিসাইড সম্পর্কিত তথ্যাদি ডিজিটালাইজড করে ‘বালাইনাশক নির্দেশিকা’ বা ‘Pesticide Prescriber’ নামক একটি ওয়েবপেজ ও একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছেন তিনি।

(২৪)বিএমডি আবহাওয়া আ্যাপ: BMD weather App is developed under Bangladesh Meteorological Department. This interactive app provides detailed present weather observation and weather forecast for all Bangladesh locations, it provides the current temperature in Celsius. It also provides current weather condition, relative humidity, atmospheric pressure, dew point, wind speed and direction, in addition to seven days future/previous forecast.

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট: